তারিখ 09 MAR 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

আটকে আছে সরকারি হাই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ

বিধি না থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে রাজি নয় পিএসসি

■ নিজামুল হক

শিক্ষক-কর্মচারী স্বল্পতায় সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের মত, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) উদাসীনতায় ধীরগতিতে এগোচ্ছে নিয়োগের প্রক্রিয়া।

৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে দেড় হাজারের বেশি শূন্য পদ রয়েছে। প্রতিনিয়তই শূন্য পদের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষক সংকটের কারণে এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয়ের ক্লাস নেন। মহানগরীর স্কুলগুলোতে তেমন সংকট না থাকলেও উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে এ সংকট তীব্র। এছাড়া এসব সরকারি স্কুলে তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষকও নেই। আর বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে লাইব্রেরিয়ানের পদ থাকলেও সরকারি স্কুলে লাইব্রেরিয়ানের পদ এখনও সৃষ্টি করা হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী ২০১২ সালের ১৫ মে সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড মর্যাদা দেন। এতে শিক্ষক নিয়োগের মূল ক্ষমতা চলে যায় সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) হাতে। এর আগে মাধ্যমিক শিক্ষকদের পদটি তৃতীয় শ্রেণির মর্যাদার হওয়ায় মাউশি নিজস্ব এখতিয়ারে নিয়োগ দিতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা হওয়ায় এখন এ নিয়োগ পিএসসিকে দিতে হবে।

অন্যদিকে পিএসসিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হলেও তাতে রাজি নয় পিএসসি। পিএসসি জানিয়ে দিয়েছে, নিয়োগ বিধি গেজেট আকারে জারি না হলে এ পদে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সম্ভব নয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আগে নিয়োগ বিধির গেজেট প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু এ নিয়োগ বিধির কাজ এখনও শেষ করতে পারেনি মন্ত্রণালয়।

মাউশি জানিয়েছে, দেশের সরকারি ৩২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রধান শিক্ষক আছেন ২২৬ জন। প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ৯৭। এছাড়া সারাদেশে মাধ্যমিকে ১০ হাজার ৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৭৫০টি পদে কোনো শিক্ষক নেই। ইংরেজিতেই শিক্ষক সংকট বেশি। প্রতিমাসেই শূন্যপদের সংখ্যা বাড়ছে।

পঞ্চগড় জেলা শিক্ষা অফিসার শংকর কুমার বলেন, জনবল সংকটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া প্রশাসনিক কাজকর্মও স্বাভাবিকভাবে করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, জেলা শহরের একটি সরকারি উচ্চ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

আটকে আছে সরকারি হাই

২০ পৃষ্ঠার পর

বিদ্যালয়ে ৫জন এমএলএসএস ছিল। কিন্তু যে সব স্কুল ডাবল শিফট করা হয়েছে, সেখানে জনবল আর বৃদ্ধি করা হয়নি।

অন্যদিকে বেসরকারি এক তৃতীয়াংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির বিষয়ের এমপিওভুক্ত শিক্ষক থাকলেও পাঁচ বছরেও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যায়নি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে। শিক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, অনেক বেসরকারি স্কুলে লাইব্রেরি না থাকলেও লাইব্রেরিয়ানের পদ রয়েছে। অথচ প্রতিটি সরকারি স্কুলে পর্যাপ্ত বই থাকলেও লাইব্রেরিয়ানের পদ সৃষ্টি হয়নি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এটা শিক্ষা প্রশাসনের উদাসীনতারই প্রমাণ দেয়।

মাউশির পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দিতে নিয়োগ বিধি তৈরি প্রয়োজন। যার কাজ চলমান রয়েছে। অন্যদিকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হলে পদ সৃষ্টি করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) ২০১২ সালের ৯ মার্চ এক হাজার ৯৬৫ জন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়। ২০১৩ সালের জুন মাসে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছরেরই ২৮ জুন লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বড় অংকের বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠায় শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে তা স্থগিত রাখা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমদ বলেন, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে যদি অনিয়মের অভিযোগ থাকে তা মন্ত্রণালয় আটকে দেবে এটাই স্বাভাবিক। যতবার অভিযোগ থাকবে ততবারই ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি জানান, মাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগের নিয়োগ বিধি আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। আশা করছি দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া যাবে। মাধ্যমিকে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলো নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।